بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

নং: ১৪৩৮-১২/০১ মঙ্গলবার, ৭ জিলহাজ্জ, ১৪৩৮ হিজরী ২৯/০৮/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যারত মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিয়ে হাসিনা সরকার বিশ্বাসঘাতকতার আরেকটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে!

রাখাইন রাজ্যের পুলিশ চেকপোষ্টসমূহে সন্দেহমূলক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাকে পুঁজি করে, বেসামরিক রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক "ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের" নামে যখন সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি নির্মম গণহত্যা পরিচালিত হচ্ছে, তখন বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার যা করতে সক্ষম হয়েছে তা হচ্ছে গণহত্যাকারী মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নিকট তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যৌথ অভিযানের প্রস্তাব প্রেরণ করা। ২৮শে আগস্ট ২০১৭, সোমবার, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকাস্থ মিয়ানমার দূতাবাস বরাবর একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের মাধ্যমে গণহত্যারত মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে সহায়তার আগ্রহ জানিয়ে অর্থাৎ মিয়ানমারে বসবাসরত আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের হত্যায় অংশ নেয়ার প্রস্তাব জানানো হয়েছে। এই সরকার মিয়ানমার সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও মিয়ানমারে বসবাসরত ১১ লক্ষ নির্যাতিত মুসলিমদের করুণ নিয়তির দিকে দৃষ্টি দিতে নারাজ, অথচ তারা গত কিছুদিনের নৃসংশতা প্রত্যক্ষ করছে। সুবহানআল্লাহ্! আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এধরনের শাসক সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেছেন, তিনি (সাঃ) বলেছেন, **"নিশ্চয়ই, কেয়ামতের পূর্বে প্রতারণামূলক বছরসমূহ আসবে – সত্যবাদীকে বিশ্বাস করা হবে না, মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করা হবে, বিশ্বাসী ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে, বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করা হবে, এবং রুওয়াইবিদাহ্ সরব হবে।" জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, "রুওয়াইবিদাহ্ কি?" তিনি (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি তাফিহ্ (অযোগ্য, নির্বোধ ইত্যাদি) সেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষের বিষয়াদি নিয়ে কথা বলবে (তাকে শাসনের অধিকার দেয়া হবে এবং সে জনগণের নামে কথা বলবে)।" (আহমাদ, ইবনে মাজাহ্)**। নিশ্চয়ই, রুওয়াইবিদাহ্ হাসিনা, নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে পরিত্যাগ করে এবং কসাই মিয়ানমার সেনাবাহিনীর প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার কুৎসিত চেহারা প্রদর্শন করেছে।

গত বৃহস্পতিবার (২৪/০৮/২০১৭) থেকে তলোয়ার, চাপাতি ও বন্দুক দ্বারা সজ্জিত রাখাইন বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে খুনী বার্মিজ সেনারা নিস্পাপ নিরস্ত্র রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। হাজার হাজার রোহিঙ্গা এখন গৃহহীন অবস্থায় বাংলাদেশ সীমান্তে নদীতে নৌকার মধ্যে আটকে আছে। যারা নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে তারা সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়াদের নৃশংস অত্যাচারের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছে। পুরুষদের চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের সামনে হত্যা করা হয়েছে। শিশুদেরকে, এমনকি সদ্যজাত শিশুদেরকেও খণ্ডিত করে হত্যা করা হয়েছে কিংবা জলাশয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। লা হাওলা ওয়া লা ক্যুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্! সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী পলায়নরত নিরস্ত্র মানুষদের উপর মর্টার ও মেশিনগানের গোলা বর্ষণ করছে যখন তারা জীবন বাঁচাতে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে। এবং, যখন রোহিঙ্গা মুসলিমগণ মিয়ানমারের জাহান্নাম হতে পালিয়ে আসছে বাংলাদেশে আশ্রয়ের আশা নিয়ে তখন আমাদের বিশ্বাসঘাতক সরকার তার সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেছে যেন তাদেরকে পুনরায় সেই জাহান্নামে ফেরত পাঠানো হয়, কিংবা বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হয়। যারা বাংলাদেশে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে তাদেরকে আর অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। গত শনিবার (২৬/০৮/২০১৭) হতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ সীমানায় পৌঁছেছে এবং বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বি.জি.বি) তাদেরকে নির্লজ্জের মতো ঘেরাও করে রেখেছে। হাসিনা সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এখানেই থেমে থাকে নাই, এখন তারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হত্যাকান্ডে তাদেরকে সহযোগীতায় যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিচ্ছে!

কিন্তু, সুবহানআল্লাহ্, বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকারের সাথে উম্মাহ্'র বিচ্ছিন্নতা এখন আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যখন এই সরকার বিজিবি-কে রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছে তখন স্থানীয় গ্রামবাসীগণ, যারা দিন আনে দিন খায়, তারা তাদের ভাই-বোনদেরকে খাবার, পানি এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী উপাদান প্রদান করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। [দি ডেইলি স্টার, আগস্ট ২৭, ২০১৭]! এই রোহিঙ্গা সংকট আবারও প্রমাণ করেছে যে, আমাদের শাসকদের ইচ্ছার বিপরীত দিকে উম্মাহ্'র আবেগ পরিচালিত হয়। জাতি-রাষ্ট্রসমূহের এসব শাসকরা যত ধরনের কৃত্রিম চিন্তাই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করুক না কেন, ভ্রাতৃত্বের অর্থাৎ এক উম্মাহ্'র অনুভূতি সবকিছুকে অতিক্রম করে যায়।

হে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! আপনাদের আরাকানের ভাই ও বোনদের আকুল আবেদনে সাড়া দিন! তাদের কান্নাবিজরিত কণ্ঠে সাহায্যের আবেদনের প্রতি বধির থাকবেন না, যখন আপনাদের শাসকেরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে! তাদের সংকটের স্থায়ী সমাধান আপনাদের হাতে নিহিত রয়েছে, এবং এর মাধ্যমে আমরা এটা বোঝাতে চাচ্ছি না যে আপনারা খুনী মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে শান্তি আলোচনার আয়োজন করুন। বরং আমরা আপনাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই যে, আপনারা হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নিষ্ঠাবান ও সাহসী নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত হয়ে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্র পুণঃপ্রতিষ্ঠা করুন, এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এটিকে খিলাফতের পবিত্র ছায়াতলে নিয়ে আসুন। অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের অবর্ণনীয় কষ্ট আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ১৯২৪ সালে ইসলামী বিশ্বের অভিভাবক খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পরে মুসলিমদের রক্ত কতটা সস্তা হয়ে গিয়েছে। আমাদের উপরে অভিশপ্ত জাতি-রাষ্ট্রের ব্যবস্থা জোরপূর্বক চাপিয়ে আপনাদেরকে ছোট ছোট আঞ্চলিক খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রেখেছে, ফলশ্রুতিতে হতভাগ্য রোহিঙ্গাদের করুণ আত্মচিৎকার আপনাদের বধির কানে আছড়ে পড়ছে, অন্যথায় ইতিমধ্যেই আরাকানের মুসলিমদেরকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের মধ্য হতে একজন মুহাম্মদ বিন কাসিমের আবির্ভাব ঘটত। যখন ক্ষমতার চাবি আপনারা ধারন করছেন তখন কিভাবে এই বিশ্বাসঘাতক সরকার অসহায় মুসলিমদেরকে কসাই বৌদ্ধদের কাছে ফেরত পাঠানোর সাহস দেখাচ্ছে, এমনকি তাদেরকে হত্যাকান্ডে সহযোগীতার প্রস্তাব দিচ্ছে? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ কি আপনাদেরকে প্রবলভাবে কম্পিত, বিক্ষুদ্ধ করে না? **“এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই, সুতরাং তার তাকে নিপীড়ন করা উচিৎ নয়, কিংবা কোন অত্যাচারীর হাতে তুলে দেয়া উচিৎ নয়।” [বুখারী]**। আল্লাহ্’কে ভয় করুন আর নীরব থাকবেন না, যখন আপনাদের ভাই-বোনদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হচ্ছে! সেদিনকে ভয় করুন যেদিন আপনাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে পাঠানো হবে আপনাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে, যখন এই যালিম শাসক আপনাদের মুসলিম ভাই-বোনদেরকে কসাইদের নিকট ফেরত পাঠাচ্ছে! হে সেনাঅফিসারগণ, আমরা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, খিলাফত সবসময়ই ভৌগলিক সীমানা ও সীমারেখাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে মুসলিমদের সম্মান রক্ষা করেছে।

আমরা, হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাই, হে বাংলাদেশের মুসলিমগণ, এগিয়ে আসুন এবং বাস্তবসম্মত কার্যকর পদক্ষেপ নিন যা রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে দুঃখ-কষ্ট হতে চিরতরে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। আমরা আপনাদেরকে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় হিযবুত তাহ্‌রীর-এর সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহনের আহ্বান জানাই। একমাত্র পবিত্র খিলাফতের অধীনেই আমরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে পারব এবং রাখাইন অঞ্চলের মুসলিমদের মর্যাদা, সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করতে পারব। সীমান্ত এলাকার দরিদ্র বাংলাদেশী মুসলিমগণ তাদের সাধ্যমতো তাদের রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের সাহায্য করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। আপনারা যারা শহরে বসবাস করছেন, তাদেরও এতে ভূমিকা রাখা উচিত – সামরিক বাহিনীতে আপনাদের যে যোগাযোগ রয়েছে তা কাজে লাগান এবং রাষ্ট্রবিহীন রোহিঙ্গাদের রক্ষার বিষয়ে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের যে দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করুন; তাদেরকে উপলব্ধি করান যে মুসলিমদের সকল দুর্দশার অবসান ঘটানোর একমাত্র সঠিক সমাধান হচ্ছে প্রতিশ্রুত খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। হাসবুনআল্লাহ্ ওয়া নি’মাল ওয়াকিল, নি’মাল মাওলা ওয়া নি’মাল নাসির।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।” [সূরা আল-হাজ্জ:৪০]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই’য়াহ্ বাংলাদেশ